ল্যাবিয়া ম্যাজোরা ও ল্যাবিয়া মাইনোরার রাজনীতি

বঃ মঃ সাবেরী

।।এক।।

কানসাট, শনির আখড়া, মায়াবী

এক কানা কয় আরেক কানারে চল এবার ভব পারে ,
নিজে কানা পথ চিনেনা পরকে ডাকে বারংবার,
এ যে দেখি কানার হাটবাজার

----------একটি গান

শুভা, আমাকে তোমার লাবিয়া ম্যাজোরার শরনাতীত
অসংযমে প্রবেশ করতে দাও

----------মলয় রায় চৌধু রী

সাড়ে চার দশক আগে রাগী যুবক মলয় দৃপ্ত উচচারন করেছিলেন তার প্রেয়সীর সঙ্গমের আবেগ শৈল্পিক মনতর। মুলত সঙ্গমে পারঙ্গম প্রতিটি নর নারীর অভিজ্ঞতা রয়েছে ল্যাবিয়া ম্যাজোরা ও ল্যাবিয়া মাইনোরা মৈথুনের। সঙ্গমে পারঙ্গম প্রতিটি মনুষ্য পদবাচ্য প্রানীকুলকে ল্যাবিয়া ম্যাজোরার মাধ্যমেই ল্যাবিয়া মাইনোরায় প্রবেশ করতে হয়, এটি একটি সঙ্গমের ব্যাকরন । চিকিৎসা শাস্ত্রের এ্যানাটোমি ছাড়াও ত্রেতার যুগে কামশাস্ত্রতেও এ ব্যাকারণ গুলো আগেই সচিত্র বর্ননা করা হয়েছিল।

রাজনীতিতে ম্যাজোরিটির দোহাই দিয়ে কানসাটে বিশ জন আশরাফুল মাখলুকাত হত্যা বিধাতার কোন অভিধানে আছে তা ম্যাজোরিটি ওয়ালারাই ভালো বলতে পারবেন। অন্ধকারে না থাকার দাবিতে প্রান দিতে হয়, মনে পড়ে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি। উগ্র শীৎকারের হুংকারে প্রাণ প্রদীপ নিভে আশ্রয় খোজে বিধাতার নিরাপদ কোলে, প্রভু যেন এদের একটু কৃপা করেন। ম্যাজোরিটির উল্লমফনে যারা সঙ্গমের ব্যকরন ভুলতে বসেছেন, তারা জানেন কিনা জানিনা প্রতিটি সঙ্গমের ব্যাকরনে সঙ্গীত অবহেলা করলে, সুর, লয়, তাল কেটে যাওয়ার রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সতীচেছদ হওয়ার সমভাবনা নেই, যা প্রথম অভিজ্ঞতায় হয়ে থাকে। ল্যাবিয়া ম্যাজোরিটির মত, গনশাসনে ম্যাজোরিটির বৈধতা অবশ্যম্ভাবী হলেও ম্যাজোরিটি সব সময় বৈধতা মেনে নেবে এমন ভাবার কারন নেই। অলিম্পিকে স্বর্ণ দরকার, হা পিত্যেশ, মাভৈ: মাভৈ:, শনির আখড়ার জননেতাকে পাঠিয়ে দেখুননা স্বর্ণ ঠিকই নিয়ে আসবে। জনগনকে যারা বলদ অভিধায় ভূষিত করতে চান, এবং নিজেদের যারা বীর্যবান ষাঁড় ভেবে নীরীহ আদম নির্বিচারে হত্যা করেন, শয়তানুল মাখলুকাতও অলক্ষে মুচকী হাসেন, তার ওস্তাদদের কীর্তী দেখে। বীর্যবান ষাঁড়দের জ্ঞাতার্থে পশিচম বঙ্গের বিশিষ্ঠ তাত্বিক প্রাবনধিক কলিম খান জানাচেছন, 'যে বল দান করে তাকে বলদ বলা হয়, ষাঁড়ের

সৃজনশীলতাকে (অন্ডকোষ) ছিন্ন করে দিলে সে বলদে পরিণত হয়। সে সুবাদে গো পুরুষ তিন প্রকার, শিবের ষাঁড়, জোয়ালহীন বলদ, জোয়াল কাধে বলদ।' স্রষ্ঠা মানুষদের শিবের ষাঁড় বলে, *(শিক্ষিত সে আধুনিক শিক্ষিত হোক আর সনাতনি শিক্ষায় শিক্ষিত হোক)*, বেকারদের জোয়ালহীন বলদ বলা হয়। কর্মে নিযুক্ত শিক্ষিতদের জোয়াল কাধে বলদ বলে। কারন এ-সমাজে শিবের ষাঁড় যেমন নিন্দিত, তেমনি যার কাঁধে জোয়াল পড়েনি সে ও নিন্দিত। কারণ এ সমাজে জোয়াল কাধে বলদেরাই যজ্ঞভাগ পায়। অন্যেরা যজ্ঞভাগের অনধিকারি। পরমায়ু শেষের পর্যায়ে যজ্ঞ ভাগ নিয়ে টানাটানির সংসারে, কারবালা ও অন্ধকার সৃষ্টি করে নিজেরাই বলদ অভিধায়, অভিধানে নিজেদের যুক্ত করলাম নয় কি?

মায়া যে আমাদের নেই তা ভগবানও জানেন, তাই প্রাক্তন প্রধানকে আগুনে যজ্ঞ দিতে হাত পা কোনটাই কাঁপে না। ম্যাজোরিটি দিয়ে মাইনোরিটি ঠানডা করার আগুন এহেন ঘৃন্য কাজ বেহায়পনার, সর্বোচচ দৃষটান্ত সন্দেহ নেই। মাঝ দরিয়ায়, অকুল ধবল মিঠা জলে, ঠাই না থাক মরার নিশচয়তা আছে। তবে ভগবানই জানেন কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক। সুশীল সমাজ রাজনীতিতে কতটুকু প্রজ্ঞার অধিকারী তা বিচারের ভার জনগনের ওপর ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? আগুন আগুন খেলা নরকেই শোভনীয় নয় কি?

এহেন মন্তব্যের জন্য আশা করি পাঠকগন আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষটিতে দেখবেন। একটি কিশোর সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার পরিবর্তন আচ করতে পারেনা, তেমন একটি কিশোরীও। অসহায় সময় আমাদের নিয়ে খেলে, অসীমতার ডিগবাজী, কাল কে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সময়ের রাগ ঠিকই গাওয়া হতে থাকবে । ভব তরী পার হয়তো হওয়া যাবে, তার আগেই যৌবন এসে হানা দেবে সবার দুয়ারে, ঠিক কিশোর কিশোরীর শরীরে যৌবন হানা দেওয়ার মত। অসহায় সময় গাবে গনগনে গীত, ভয়াল কালো পক্ষও ক্ষমা করবেনা কাউকেই। তেমনি দুর্নিতীর ভয়ংকর অলংকারে ঢেকে রয়, বিগত এক দশক, চ্যাম্পিয়ন সবাই, একে অপরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ব্যাপারটা এইরকম, ধর্ষনের পরে আলামত নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত। জনৈক চিকিৎসকের মন্তব্য, ওতো হ্যাবিচুয়েটেড, ধর্ষনের আলামত পাওয়া কঠিন । তবুও সঙ্গীত গাওয়া যায়, তবে শীৎকারের সুরে ।

।।দুই।।

ম্যাজোরিটি ও অন্ধকার

এক নারী জন্ম দিল
রাখিয়া দশ মাস গর্ভে,
আরেক নারী প্রেম শিখাইলো
নিয়া আমায় বাসর ঘরে
----------একটি গান

ও: এ সমস্ত কি ঘটছে আমার মধ্যে
আমি আমার হাত হাতের চেটো খুজে পাচ্ছি না

পায়জামার শুকিয়ে যাওয়া বীর্য থেকে ডানা মেলছে
৩০০০০০ শিশু উড়ে যাচ্ছে শুভার স্তনমন্ডলীর দিকে
-----মলয় রায় চৌধুরী

ম্যাজোরিটির দোহাই দিয়ে গনশাসনের ভিত্তী গড়ে তোলা যায়, রাজনীতীর সুত্রটা তই, সুশীল সমাজ রাজনীতী করবে গনশাসন শুধু সুশীল সমাজের জন্য, এহেন দোহাই শুধুই ধোকাবাজী। পেশায় সফল চিকিৎসক, সফল উকিল, প্রৌঢ়ত্বে বার আনায় এসে নিজ ঘর ভেঙে, সুশীল সমাজের গলাবাজী, ম্যাজোরিটি জনগনকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে প্রবেশ করার শামিল। সুশীল সমাজ এবং এদের নিয়ে রাজনীতি, এটি একটি অতি প্রাচীন স্বৈরতান্ত্রিক ধারনা, যেমনটি চিন্তা করতেন, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। আমরা প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থ থেকে জানতে পারি (সরদার ফজলুল করিম কর্তৃক অনুদিত) খ্রিষ্টপূর্ব পনচম শতাব্দীতে এথেন্স রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অভিজাত (পুরোনো পরিবার এবং প্রচুর জমির মালিক), ব্যবসায়ী, কৃষক এবং নি:স্ব এরূপ কয়েকটি অর্থনৈতিক শ্রেণীর সাক্ষাৎ মেলে। এদের সকলকে নিয়েই এথেন্সের শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। এদের রাজনীতিক দন্দ অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র বলে অভিহিত হয়। গনতন্ত্রী গন শাসনব্যবথায় অধিকতর-সংখ্যক নাগরিকদের অংশগ্রহনে বিশ্বাসী ছিল। অভিজাততন্ত্রীগণ অর্থ, বুদ্ধি, এবং শিক্ষার যোগ্যতার ভিত্তীতে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা সীমীত রাখার চেষ্টা করত। শাসনের এই রকমফের গ্রীক ইতিহাসে অভিজাততন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র (অলিগার্কি), স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্র বলে পরিচিত। এহেন সুশীল সমাজের ভদ্রলোকেরা বৃদ্ধ বয়সে কেন রাজনীতির ন্যায় পিচ্ছিল বীর্যে পা গলান, বোধগম্য নয়।

হংস মিথুনের মত মৈথুনে অভিষিক্ত হয়ে হত্যাকারীদের সাথে ক্ষমতার ভাগ নিতে কুণ্ঠাবোধ হয়না, কিন্তু যুক্তিহীন আবেগের দোহাই দিয়ে, আপাংক্তেয় ঘোষনা করতেও গা কাঁপেনা একটুও। এহেন স্ববিরোধাতা জনগন ক্ষমা করলেও ঈশ্বর করবেন কিনা ভবিতব্য তা বলতে পারবে। অসহায় জনগন মগ্ন চৈতন্যে শিষ দিয়ে বেড়াবে এমন ভাবার কারন নেই, শনির আখড়ার মত পরিনতি যে কারোরই হতে পারে, বিষয়টি মাথায় রাখা সবার জন্য মঙ্গলজনক। অন্ধকারে প্রবেশ করানো হয়েছে জনগনদের অনেক আগেই, এবার শুধু ধর্ষন সমাপান্তে বীর্য স্খলনের অপেক্ষা, ধর্ষিত বরাবরের মত এবারও জনতা। সীমাহীন দারিদ্রতা, দুর্নীতীর গোল্ডকাপ, খুন, চাঁদাবাজি, প্রাপ্তি অনেক, এর চেয়ে বেশী চাইলে, কানসাট, র‍্যাব, কোবরা, চিতা, হৃদয় পরিস্কার আর ও কত কি! উপহার ও প্রাপ্তির চাপে জনগনের দম যায় যায় অবস্থা, রোগ নিরাময়ের প্রেশক্রিপশন নিয়ে হাজির হন, দাতা মহাশয়েরা, এটা বাড়াও ওটা বাড়াও,তেল, জল, গ্যাস সব দিয়ে দাও, তোমরা নাও কোটি টাকা দামের গাড়ি ।

তথ্য উপাত্ত বরাবরই লজ্জাজনক, প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতীর জটিল সমীকরন, ম্যাজোরিটি জনগন বুঝতে চায়না, চায় শুধু, আলো, ডাল ভাত, মাছে ভাতে, জাতিটি আশ্রয় খোজে, ঠাকুরমার ঝুলিতে, এখন শুধু আলোর সমীকরন খোঁজে জনতা। ভিয়েতমনামের সাড়ে আট কোটি জনতার জন্য ৮,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যৎ এর নিশচয়তা রইলেও প্রায় ১৪ কোটি জনতার জন্য

৩,৬০০ মেগাওয়াট! শয়তানুল মাখলুকাত, ফেরেশতার হাবিলদার, উজিরে খামোখা, তবুও ক্ষমতা চাই। বিষয়টা এমন বাসর ঘরে বাতি নেই, আরে মশাই রোমান্টিকতার এইতো সুযোগ, ব্যর্থতা তবুও স্বীকারের ৩২ ইঞ্চি বুকে, ৩২ তোলা হিম্মত নাই। বেহায়ার পশ্চাৎদেশে তাল গাল গাছ গজালেও বেহায়া গৌরব করে ছায়া পেয়েছে বলে, এটা অন্ধার নয় সুশীতল ছায়া।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য - - -

বদর উদ্দিন মোহাম্মদ সাবেরী, এ্যাডেলেইড, দক্ষীন অষ্ট্রেলিয়া